লক্ষ্যভেদ

লেখিকাঃ শ্যামশ্রী চট্টোপাধ্যায়

জীবন যুদ্ধে বিভ্রান্ত সৈনিকের মতো
যখন ছুটে চলেছিলাম,
ছিটকে পড়ে কোথায় হারিয়ে গেল
আমার প্রিয় লেখনী।
চিন্তা ছিল একটাই,
দু'টি শিশুর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যভেদ।
হারিয়ে যাওয়া লেখনীর কথা ভুলে,
আমি তখন মাতৃরূপে
শিক্ষিকার ভূমিকায়,
সময়টা কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেছে
আমি বুঝিনি।
ভুলতে বসেছিলাম, আমার প্রিয় লেখনীটাকেও।
বহু বছর পেরিয়ে গেছে
বড়ো খোকা তখন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত,
ছোট খোকা তার লক্ষ্যভেদের প্রচেষ্টায়।
পথচেয়ে বসে থাকি আমি, বড়ো খোকার বছর গড়াতে বড্ড দেরী,
আমার আর সয় না।
দুর্গার ঢাকে কাঠি পড়তেই, আমার চোখের জল মুছি
সবার অলক্ষে। লক্ষ্যভেদে জিতে,
বাড়ী ফিরে এল বড়ো খোকা।
আমি তখন প্রৌঢ়া,
এই লেখনী হাতে দিয়ে বলে –
"এই নাও মা, এবার তোমার
লক্ষ্যভেদের পালা"।

জীবনদান

রাজপথের এককোণে বসেছিলো সে,
এলোমেলো মন, নোংরা ছেঁড়া জামা।
পকেট থেকে বার করে একটুকরো
ছেঁড়া কাগজ।
হাতের ভাঙা কাঠ পেনসিলটা,
বেশ কয়েকবার ফুটপাতের সিমেন্টে
ঘষে ধার দিল।
কৌতুহল ভরে বসলাম ফুটপাতের ধারের সিঁড়িতে
তবে কি ও ওর জীবনের রঙ্গীন স্বপ্নের
দিনগুলোর হিসাব কষছে।
আমি একটু ঝুঁকে দৃষ্টি দিলাম তার পাতায়।
দেখলাম সে লিখেছে – 'আমি আর্ত,
আমি দুস্থ, আমি বাঁচতে চাই।
একটু রক্ত দেবে তোমরা?
শুধু একটু রক্ত, যা তোমাদের আর কাজে লাগবে না – সেই বাড়তিটুকু'।